ভৈরবের মেঘমল্লার

মমতা চৌধুরী

বলেছিল সে লিখো মোর কথা তারে -
বলো তারে তুমি মোর নাম ধরে
আনন্দে থাকে যেন সে এই সুন্দর ভুবনে।

অপার বিস্ময়ে দেখি এক নারী চিরন্তন,
হৃদয়ে জ্বালায়ে দীপ ভালবাসার অনন্ত
এঁকে যায় জীবন কাহিনী নৈর্ব্যক্তঃ

‘আটচল্লিশ ঘন্টা হরতাল শেষে, ঢাকার পথে
জীবনের নিত্য প্রয়োজনে, কর্মাবসানে
আমিও ছিলেম ক্লান্তপ্রাণ এক সেদিন বিকেলে।

ভাবিনি কখনও এভাবে দেখা হবে সাথে তার
ফাগুনের বেলা শেষে, অগুনিত মানুষের ভিড়ে
বিধাতার অব্যর্থ ইঙ্গিতে পূর্ণ হবে মোর শেষ সাধ।

এক লহমায় মুছে গেল তিরিশ বছর
হঠাৎ আবার দেখা হলো যখন
মৌচাকের মোড়ে সাজানো বিপনি সারিতে।

আমার মৃদু সম্ভাসনে চমকে উঠল কি সে?
ভারী চশমার আড়ালে হতবাক দৃষ্টি তার
মোর নয়নের অশান্তঢেউয়ের অতলে।

হয়ত দ্রুত হাতড়ে গেল স্মৃতির পাতা
সত্যি কি প্রয়োজন ছিল তার
এতটা অবাক হবার!

বাজল কি এতটুকু ব্যথা তার মনে
চেয়ে মোর শীর্ণ কপোলে,
স্মৃতির লুকোচুরির বিপন্ন বিস্ময়ে।

বুঝলাম চিনেছে সে মোরে
যখন মিলালো আঁখি তার আমার ক্লান্ত দু'নয়নে,
যদিও না চেনার অভিনয় ব্যক্ত হল বয়সের অজুহাতে।

ভারী হল কি ক্ষণতরে অনুভবে
হৃদয়ের আখিঁপাতা মোর দূর্বার আভিমানে,
যখন পরিচয় দিলাম অস্পষ্ট স্বরে।

জানি সামান্য নাম ছাড়া অন্য কোন পরিচয়
নাই আজি মোর
করাঘাত করতে তার স্মৃতির দুয়ারে।

হয়ত সে খুঁজে ফিরে ভুলে যাওয়া নাম মোর ,
কণ্ঠস্বর মোর ঝংকৃত হয় কি তার স্মৃতির বীনার তারে!
সে ভাষা ফুটে উঠে তার চোখের তারার অসীম বিস্ময়ে।

বিস্মৃতির আঁধারে বেজে উঠে কি ও প্রিয় নাম একবার
তরুণ বুকের সবটুকুসুধা দিয়ে
প্রথমবেলায় একেঁছিল সে ছবি যার!

খুব বুঝি আহত হয়েছিল তার
পৌরষ্যের অমিত অহংকার
'কপট' আঘাতে এক অপরিনিতা কন্যার।

শুনেছিল বুঝি সে শুধু বৈভবের বাসনা
বুঝা হয় নাই তাই তার নারীর অব্যক্ত সাধনা,
'দয়িত'কে দেখতে চায় যে সকলের উর্দ্ধে।

ফিরে গেল বুঝি তাই মিছে দর্পভরে,
একবার ও না তাকিয়ে পিছনের পানে
চিরতরে, জলভরা দু'টি আঁখির আড়ালে।

অসহায় ভীরু এক নারী
লজ্জা আর না বুঝাতে পারার আত্মাভিমানে,
বরণ করে নিল জীবনের লেখা নিয়তিকে।

তারপর কেটে গেল দীর্ঘ সময়
সংসার, সন্তান আর সব মায়ার বলয়,
জড়িয়ে নিল মোরে কঠিন বাহুপাশে।

তবুও দিনশেষে মনের দক্ষিনা বাতায়নে
ভেসে উঠে কখনও বা অকস্মাৎ আবছায়ায়
শ্যামল অমল মুখচ্ছবি তার।

শুনেছি আছে সে সুখে, প্রশান্ত মহাসাগরের ওপাড়ে,
বৈভব আর বৃত্তে জড়িয়ে, মনে ও ধনে,
সুকন্যা, সুপুত্র আর লক্ষ্মীশ্রী গৃহিনীর ভালবাসার শাসনে।

এতদিনে বুঝি সময় এসেছে তার
প্রতিশোধ নেওয়ার অদমিত বাসনার, যদিও নিভৃতে বাজে আজও
দরবারি 'সাহানার' রাতুল ঝংকার!

এ কোন ভালবাসা ছিল হৃদয়ে তার!
অনুভবে পায়না যে গন্ধ বাহার,
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে খুঁজে তাই আশ্রয় ছলনার।

ফেরারী পুরুষ নিজের চেতনার কাছে যে বার বার
কি হবে স্মৃতির ভারে ক্লান্ত করে তারে আর?
সেই ভাল, ফিরে যাক সে নিশ্চিত জীবনের শীতল তরুছায়ায়।

বুঝলাম, নারী নয় অসহায়, ভীরু পুরুষের মানসে -
সমাজ, সংসার আর চাওয়া না চাওয়ার কৃত্রিম দ্বন্দ্বে,
বেঁচে থাকে 'একজন শানু' সম্রাজ্ঞীর দাপটে।

সময় না হয় কেড়ে নেয় নারীর অতুল রূপ, রস, গন্ধ, বাহার,
তবুও বিধাতা করেছে তারে অপার শক্তিময়ী 'সুন্দরে'র আধার,
এক অতলান্ত অনিন্দ্য হৃদয় সম্ভার।

ভাবলাম এই ভাল, এভাবে কেটে যাক
আরো কিছু বিস্মৃত সময় জীবনের স্লেটে,
'সুবর্ণ ক্ষণ' টুকু অবচেতনে সঞ্চিত রেখে।

শেষবারের মত রাখি মোর আঁখি ঐ দু'টি আঁখিপাতে
ক্ষমা চেয়ে নিই মোর সকল ভুলের অজুহাতে -
ফিরে চলি অন্তরের সবটুকু প্রীতি দিয়ে তার কল্যান কামনাব্রতে।

একটু কি কেঁপে উঠে স্হির হলো তার দীর্ঘ ছায়া?
একটু কি ব্যথার বাতাস বয়ে গেল তার পাজর জুড়ে?
এক নামহীন ভালবাসার অপরূপ জলতরংগে।'

'নারী হৃদয় দেব না জানন্তি' - এক বিস্ময় সতত
ভ্রুকুটি আর ভৎর্সনার আড়ালে
মনোমন্দিরে জ্বলে পূজার হোমাগ্নি নিত্য।

ভালবাসা সাধনার ধন বিধাতাও মানে
নাই এর কোন ক্ষয় জীবনের প্রাঙ্গনে, বয় অকুলান নির্ঝরণ,
ছিনিয়ে নিতে হয়না একে দিতে এক থেকে বহুজনে।

অবিনশ্বর ভালবাসা থেকে যায় হৃদয়ের পরতে পরতে,
অনির্বান দীপ শিখা হয়ে আলোকিত করে মানব জীবন,
নিঃশব্দে, নিভৃতে ফল্গুধারা হয়ে হাজার বছর ধরে॥

৬/৯/০৫